

উন্নয়ন অগ্রযাত্রায়

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও মোকাবিলা

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু পরিবর্তন ও জনসংখ্যাধিক্যের কারণে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম দুর্যোগ প্রবণ দেশ। প্রাকৃতিক দুর্যোগের পাশাপাশি নানাবিধ মানবসৃষ্ট দুর্যোগ প্রায়শই ঘটে থাকে। জলবায়ু পরিবর্তন, জনসংখ্যার আধিক্য ও অপরিকল্পিত নগরায়ণের ফলে এ সকল দুর্যোগ এবং দুর্ঘটনার সংখ্যা ও তীব্রতা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। একটি কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দুর্যোগ সহনশীল দেশ গঠনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের কার্যক্রম সমন্বয় সাধন, ঝুঁকিহ্রাস ও জরুরী সাড়াদান কার্যক্রম জোরদার করার উদ্দেশ্যে ইতোপূর্বে প্রতিষ্ঠিত ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর (১৯৮৩ সালে) এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো (১৯৯৩ সালে) একীভূত করে ২০১২ সালে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর গঠন করা হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর দুর্যোগ পূর্ববর্তী, দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। দুর্যোগ মোকাবিলায় সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গুলোকেও উদ্ধার কার্য পরিচালনায় ভৌত সহযোগিতা করার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ এ অধিদপ্তরের অন্যতম উদ্দেশ্য। এর ফলে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি যেমন পূর্বের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে তেমনি মানুষের মধ্যে দুর্যোগ মোকাবিলা করে ঘুরে দাঁড়ানোর সাহস ও মনোবল বৃদ্ধি পেয়েছে।



উন্নয়ন অগ্রযাত্রায়

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও মোকাবিলা



দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের দর্শন

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২ এর আলোকে একটি সক্রিয় প্রতিষ্ঠান, যার কাজ হবে - দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচিতে ঝুঁকিহ্রাস সম্পৃক্ত করা, দুর্যোগের নেতিবাচক প্রভাব থেকে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের বিপদাপন্নতা হ্রাস করা, জ্ঞানান্বেষন, গবেষণা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চক্রের প্রতিটি অংশের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা ।

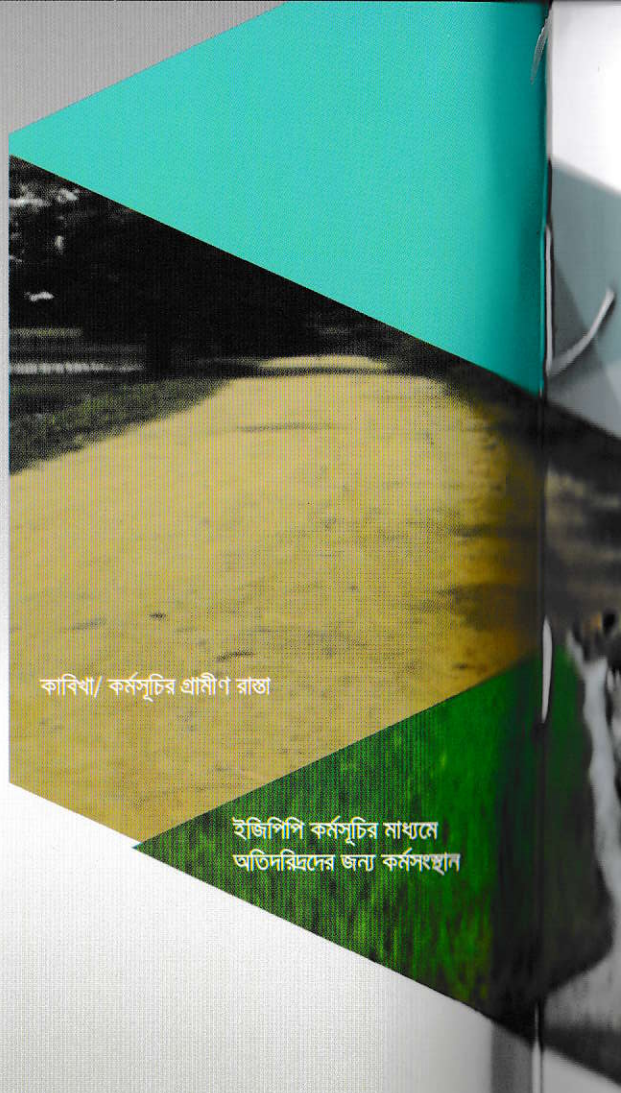
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের লক্ষ্য

বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগ দক্ষতার সাথে ব্যবস্থাপনা করার ক্ষেত্রে ডিডিএম হবে একটি সক্রিয় প্রতিষ্ঠান যার কাজ হবে দুর্যোগের ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি গ্রহন, যে কোন দুর্যোগে দক্ষতার সাথে সাড়াদান এবং দুর্যোগের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সাথে সংশিষ্ট সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে সার্বিকভাবে সহায়তা প্রদান করা।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি ও মানবিক সহায়তা কার্যক্রম

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা), গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর), অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি) নামক তিনটি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রম এবং ভিজিএফ ও ত্রাণ কর্মসূচি নামক দুইটি মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ সকল কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও খাদ্য সরবরাহের ভারসাম্য আনয়ন, তাল গাছ রোপনের মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষা ও বজ্রপাতের ঝুঁকি হ্রাসকরণ, জরুরী ত্রাণ সামগ্রী সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, অপুষ্টি জনিত ঝুঁকিতে থাকা জনগনের জন্য খাদ্য সুরক্ষা প্রদান, গবাদি পশু-গৃহপালিত প্রাণীর খাদ্য সরবরাহ ইত্যাদি নিশ্চিত করা হয়।

এছাড়াও মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে কোভিড-১৯ মোকাবিলায় দেশব্যাপী এ পর্যন্ত ১,২১,০১৭ মেঃ টন খাদ্য-শস্য এবং ১২৩ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।



উন্নয়ন অগ্রযাত্রায়

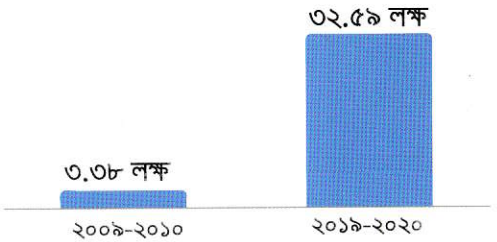
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও মোকাবিলা





দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত গৃহহীনদের মাঝে ঢেউটিন বিতরণ করছেন
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা: মো: এনামুর রহমান এমপি।



টিআর: উপকারভোগীর সংখ্যা

গৃহহীনদের জন্য দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'সকলের জন্য আবাসন' ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেশে প্রথম বারের মতো গ্রামাঞ্চলের গৃহহীন দরিদ্রদের জন্য 'দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ' প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে সারাদেশে ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ২৮,২২৭টি দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ করা হয়েছে।





দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ



সেতু/কালভার্ট

গ্রামীণ রাস্তায় ১৫ মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সেতু/কালভার্ট নির্মাণ

এই প্রকল্পের মাধ্যমে নদী/খালগুলিতে পানির প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে, সহজ নিষ্কাশন ব্যবস্থার ফলে গ্রামীণ এলাকায় পানি সংরক্ষণ এবং দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস পেয়েছে। উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্য হাটবাজারে পরিবহন ও বিপণন সহজতর হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত সেতু/কালভার্টের সংখ্যা ৬৩৬৩ টি, যার দৈর্ঘ্য ৫১,৭২৬ মিটার।

উপকূলীয় ও ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকায় বহুমূখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ

এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীকে দুর্যোগকালীন সময়ে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা। প্রকল্পের মাধ্যমে উপকূলীয় অঞ্চলে ৩২০ টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মিত হয়েছে। ২,৫৬,০০০ (দুই লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার) দুর্গত মানুষ এবং প্রায় ৪৪,০০০ (চুয়ালিশ হাজার) গবাদি পশু ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিতে পারবে। নকশায় পরিবর্তন এনে গর্ভবতী মহিলা, বয়স্ক ব্যক্তি এবং প্রতিবন্ধিতাবান্ধব এসব আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে।



বহুমূখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র

উন্নয়ন অগ্রযাত্রায়

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও মোকাবিলা

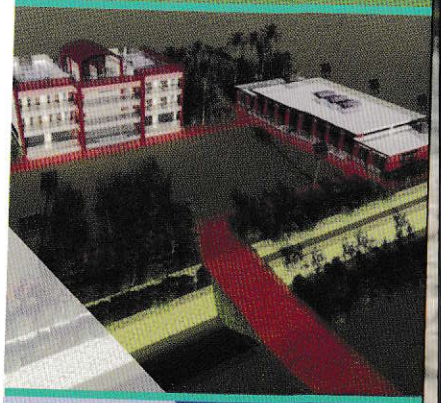
বন্যা কবলিত ও নদী ভাঙ্গন এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ

এই প্রকল্পের মাধ্যমে বন্যা কবলিত ও নদী ভাঙ্গন এলাকায় ২৫৫ টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মিত হয়েছে এবং আরো ৪২৩ টি নির্মাণাধীন। আশ্রয়কেন্দ্র গুলোতে ২,২০,২০০ (দুই লক্ষ বিশ হাজার দুই শত) মানুষ এবং ৬৭,৮০০ (সাতষট্টি হাজার আটশত) গবাদি পশু আশ্রয় নিতে পারবে। আশ্রয় কেন্দ্রগুলোর নকশা ও কক্ষ ব্যবস্থাপনা এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে যাতে গর্ভবতী মহিলা, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যাক্তি, বয়ঃসন্ধিকালীন কিশোরীরা আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে।



মুজিব কিল্লা নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়ন

সর্বসাধারণের কাছে "মুজিব কিল্লা" নামে পরিচিত এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো জনসাধারণের জানমাল রক্ষার পাশাপাশি দুর্যোগে আক্রান্ত গৃহপালিত প্রাণীদের নিরাপদ আশ্রয় নিশ্চিতকরণ। ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা প্রবণ ১৪৮টি উপজেলায় ৫৫০টি আধুনিক মানের মুজিব কিল্লা নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণের ফলে ঘূর্ণিঝড় ও বন্যার হাত থেকে গবাদি পশু রক্ষা সম্ভব হবে।



জেলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্যকেন্দ্র নির্মাণ

এ প্রকল্পের আওতায় ৬৪টি জেলায় ৬৬টি জেলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই কেন্দ্রের মাধ্যমে জেলা পর্যায়ে পর্যাপ্ত ত্রাণ সামগ্রী মজুদ এবং বিতরণসহ দুর্যোগকালীন তথ্য সেবা নিশ্চিত করা সহজ হবে।



দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহ টেকসইকরণের লক্ষ্যে হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) করণ

এই প্রকল্পের আওতায় সারা দেশে ৪৯২টি উপজেলায় ৫৮৩৪ কি:মি: হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) করণের ফলে গ্রামীণ মাটির রাস্তা টেকসইকরণ সম্ভব হয়েছে। এতে প্রায় ১ কোটি ১৫ লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উপকৃত হচ্ছে।

জরুরী সাড়াদানকারী সংস্থাসমূহে প্রয়োজনীয় আধুনিক অনুসন্ধান এবং উদ্ধার সরঞ্জাম সরবরাহ

ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগে অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদী, যন্ত্রপাতি, উদ্ধারকারী নৌকা, যানবাহন ইত্যাদি সংগ্রহপূর্বক ফায়ার সার্ভিস এবং সিভিল ডিফেন্স, সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ এবং অন্যান্য জরুরী সাড়াদানকারী সংস্থাগুলোকে সরবরাহ করা হয়েছে।

বন্যাপ্রবণ জেলাসমূহে মাল্টিপারপাস রেসকিউ বোট সরবরাহ

'Disability Inclusive Disaster Risk Management' সংক্রান্ত জাতীয় টাস্ক ফোর্সের ৫ম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বন্যা প্রবণ জেলাসমূহে **Multipurpose Accessible Rescue Boat** সরবরাহের লক্ষ্যে ১৬ মার্চ ২০২০ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক এবং ২১ জুলাই ২০২০ একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী প্রতি বছর ২০ টি করে ৩ বছরে মোট ৬০ টি **Multipurpose Accessible Rescue Boat** বন্যা প্রবণ জেলাসমূহে সরবরাহ করা হবে।

উন্নয়ন অগ্রযাত্রায়
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও মোকাবিলা

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার

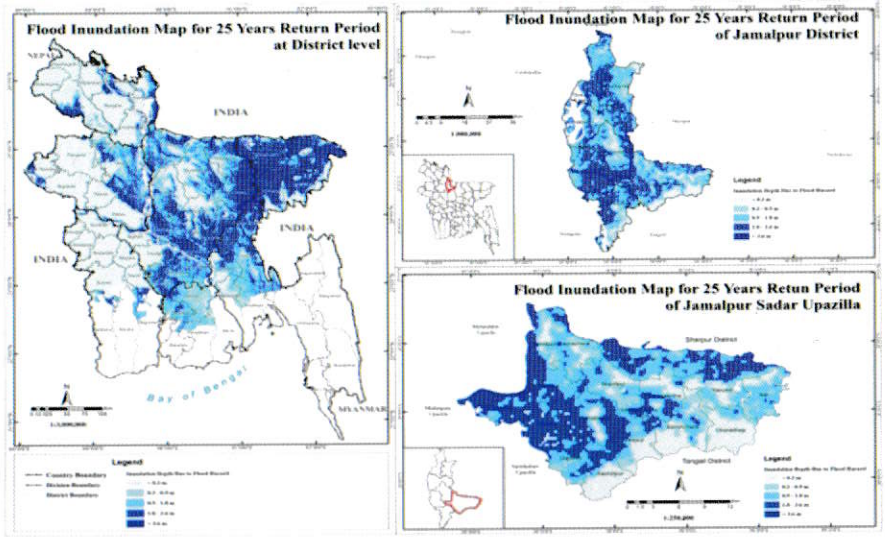
দুর্যোগের আগাম সতর্কবার্তা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে দ্রুত জনগণের দোড়গোড়ায় পৌঁছানোর জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। দুর্যোগের প্রাক্কালে রেডিও, টেলিভিশন ও মাইকিং-এর মাধ্যমে প্রচারণার পাশাপাশি সার্বক্ষণিক দ্রুত ও অধিকতর কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে **Interactive Voice Response (IVR)** ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এ প্রযুক্তির মাধ্যমে হালনাগাদ দুর্যোগের পূর্বাভাস ও আবহাওয়া বার্তা জানার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। যে কোন মোবাইল ফোন থেকে ১০৯০ ডায়াল করে বিনা খরচে এ সকল বার্তা জানা যায়।

- ১ ডায়াল করে সমুদ্রগামী জেলেদের জন্য আবহাওয়া বার্তা,
- ২ ডায়াল করে নদী বন্দরসমূহের জন্য সতর্ক সংকেত,
- ৩ ডায়াল করে দৈনন্দিন আবহাওয়া বার্তা,
- ৪ ডায়াল করে ঘূর্ণিঝড়ের সতর্ক সংকেত,
- ৫ ডায়াল করে দেশের বিভিন্ন নদ/নদীর পানি হ্রাস বৃদ্ধির অবস্থা সম্পর্কিত তথ্য অবহিত হওয়া যায়।

উন্নয়ন অগ্রযাত্রায়

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

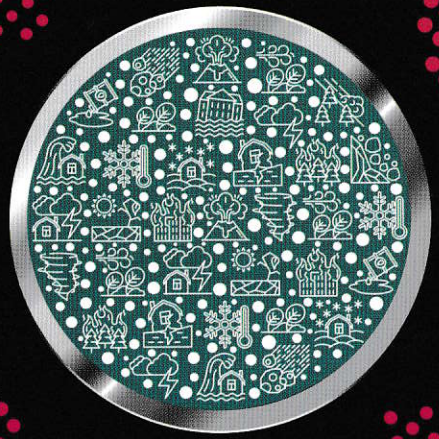
দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও মোকাবিলা



মাল্টি হ্যাজার্ড রিস্ক ভালনারাবিলিটি এ্যাসেসমেন্ট (MRVA) কার্যক্রম

এই প্রকল্পের আওতায় জিআইএস মডেলিং ও এ্যানালাইসিস এর মাধ্যমে দেশব্যাপী প্রাকৃতিক আপদসমূহের ১০ থেকে ৫০০ বছর 'রিটার্ণ পিরিয়ড' এর জন্য ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা নিরূপণ করা হয়েছে। জিআইএস-রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে ৬টি প্রাকৃতিক আপদের (বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, খরা, ভূমিকম্প, সুনামি ও ভূমিধ্বস) এবং স্বাস্থ্যগত ও প্রযুক্তিগত আপদের ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা নিরূপণপূর্বক মানচিত্র ও এ্যাটলাস তৈরী করা হয়েছে। এসকল তথ্য অনলাইন জিওড্যাশ পোর্টালে **(www.geodash.gov.bd)** এবং এ্যাটলাস দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে **(www.ddm.gov.bd)** সন্নিবেশ করা হয়েছে। নির্ভরযোগ্য এ সকল তথ্য ও মানচিত্র দেশে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম, বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন ও গবেষণামূলক কার্যক্রমে সহায়ক ভূমিকা রাখবে এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের মাধ্যমে দুর্যোগের ক্ষয়-ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

আন্তর্জাতিক
দুর্যোগ প্রশমন দিবস
২০২০



দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

উন্নয়ন অগ্রযাত্রায়

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও মোকাবিলা